বিনা রক্তপাতে বাংলাদেশে ইসলামের আদর্শ কায়েম হতে পারে।

মোহাম্মদ আব্দুল কুদ্দুস

উৎসর্গ

মরহুম পিতা হাজী আব্দুল গফফার এর পবিত্র রুহের প্রতি উৎসর্গ করিলাম।

মোহাম্মদ আব্দুল কুদ্দুস

প্রকাশক : **মোহাম্মদ আব্দুল কুদ্দুস**
বালুবাড়ী, দিনাজপুর।

প্রথম সংস্করণ—ডিসেম্বর—১৯৮৮

মুল্য—পাঁচ টাকা মাত্র।

শুভেচ্ছা বাণী

জনাব হাফেজ আব্দুল কুদ্দুস সাহেবের "বিনা রক্তপাতে বাংলাদেশে ইসলামের আদর্শ কায়েম হতে পারে" শীর্ষক নিবন্ধটি পাঠ করার আমার সৌভাগ্য হয়েছে। বাংলা ভাষায় বহু বই-পুস্তক অধুনা রচিত হয়েছে এবং হচ্ছে। বিভিন্ন ইসলামী দল এদেশে ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত আছে। কিন্তু ইসলামের মহান আদর্শ সমাজে বাস্তবায়নের পথে অন্তরায়ের শেষ নেই। এর মৌলিক কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে লেখকের নজরে পড়েছে এদেশের আলেম সমাজের আভ্যন্তরীণ কোন্দল। যতদিন এই কোন্দল ও কাদা ছোঁড়াছুড়ি বন্ধ না হবে এবং কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে কাজে না নামবে ততদিন এদেশে ইসলামের আদর্শ কায়েম হওয়া সম্ভব নয়। লেখক কোরআন ও হাদীস থেকে দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে অত্যন্ত দরদী দেল নিয়ে হৃদয়গ্রাহী ভাষায় তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেছেন। তাঁর এই প্রচেষ্টা সফল হোক এই কামনা করে শেষ করছি। খোদা হাফেজ

আ, ন, ম, মাকছুদ আলী
প্রভাষক, বাংলা বিভাগ,
কে, বি, এম, কলেজ,
দিনাজপুর।
তাং ২৮ | ১০ | ৮৮ ইং

প্রথম

মূল্য—পাঁচ

৭৮৬

এক

বাংলাদেশের বিভিন্ন মতাবলম্বী আলেম সম্প্রদায়ের প্রতি নিবেদন।

আচ্ছালামো আলায়কুম।

সম্মানিত আলেম সমাজ।

বাংলাদেশের শতকরা ৯৫ জন আমরা মুসলমান। এই সমস্ত মুসলমানদের মধ্যে কালেমার অর্থ—ইসলামী শিক্ষা এবং কিছু নামাজ রোজা ও অনেক ধর্মভীরু মুসলমানগণের মধ্যে ইসলামী পোষাক পরিচ্ছদ দেখা যাচ্ছে। ওয়াজ নছিহত তাবলীগ এবং নানা প্রকার পীর ফকির ও বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন ইসলামিক দল এদেশে কোরাণ ও ছুন্নাহ মোতাবেক জীবন ব্যবস্থা কায়েমের জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের চেষ্টা চালাইতেছেন। এই প্রচেষ্টা পাকিস্তান আমলের বিগত ২৪ বৎসর চলিয়াছে। এবং বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে আজ পর্য্যন্ত উক্ত প্রচেষ্টা বাংলাদেশের সুধী ইসলামী চিন্তাবিদ ও আলেম সম্প্রদায়গণ চালাইয়া আসিতেছেন। অথচ দেখা যাচ্ছে দিনের পর দিন ইসলামের চরম অবমাননা ও নানা প্রকার উচ্ছৃংখলতা এবং ভবিষ্যতে বাংলাদেশ থেকে ইসলাম এর মূল ভিত্তি ও আদর্শকে চিরতরে বিলুপ্ত করার ষড়যন্ত্র চলছে। মৌলবী, মৌলানা ও ধর্মভীরু মুসলমানদের ছেলেমেয়েদের ইসলামী আদর্শ ও মূল ভিত্তি থেকে বিচ্ছিন্ন করা হচ্ছে তৌহিদে বিশ্বাস ও নামাজ মুসলমানদের ঘর থেকে বিদায় নিচ্ছে।

মুসলমানের মেয়েরা অর্ধউলংগ অবস্থায় পথে-ঘাটে যেখানে সেখানে নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গী করে এবং বিজাতীয় ভাবধারায় প্রমত্ত হয়ে এক ভয়াবহ নোংরামীর সৃষ্টি করেছে। মুসলমানের ছেলেরা মদ, জুয়া উচ্ছৃংখলতা এবং নানা প্রকার ইসলামের অবমানাকর কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। মুসলমানের ছেলেমেয়েরা রাস্তাঘাটে একসঙ্গে চলাফিরা ও নানা প্রকার হাসিঠাট্টা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অথচ আল্লাহ্ পাকের মনোনীত ধর্ম ইসলাম এবং আমরা

এদেশের শতকরা ৯৫ জন মুসলমান। কিন্তু মহান ধর্ম ইসলামের এই চরম অবমাননাকে বাধা দেওয়ার মত সাহস বাংলাদেশের কোন মুসলমানের নাই। এমন কি, যেসব দল এদেশে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা কায়েমের জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন, তাদেরও নাই তারা শুধু নানা প্রকার ফতোয়া জারী করেই চলেছেন। এবং বাংলাদেশের মুসলমানদের নিকট আবেদন জানাচ্ছেন যে, আমাদের দলকে ভোট দিয়ে ক্ষমতায় পাঠালে আমরা ইসলামের আইন অর্থাৎ কোরানের আইন মোতাবেক যাবতীয় ইসলাম বিরোধী কার্য্যকলাপ নিষিদ্ধ করে এদেশে পুরোপুরী ইসলামী শাসন কায়েম করব।

সম্মানিত আলেম সমাজ! আপনারা কি কোন দল বা কোন ব্যক্তি বলতে পারেন যে, কত বৎসরে কোন দল এককভাবে সংগ্রাম করে অথবা, সমস্ত ইসলামী দল এক হয়ে কোন ব্যক্তি বা দলের মাধ্যমে নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আয়ত্বে নিয়ে এসে এদেশে কোরাণ হাদীসের শাসন কায়েম করে বাংলাদেশের যাবতীয় ইসলাম বিরোধী কার্য্যকলাপ বন্ধ করতে সক্ষম হবেন? ইহা কোন দিনই সম্ভব নয়। কারণ, বর্ত্তমানে বাংলাদেশে শুধু কোনমতে ইসলাম টিকে আছে মাত্র। সম্মানিত আলেম সমাজ! আপনারা কি মনে করেন যে, এদেশের সব মুসলমান, দু'এক বছরের মধ্যে আখলাক, চরিত্রে এবং পোষাক পরিচ্ছদে ও ঈমানে আপনাদের মত হয়ে যাবে? মনে হয় তা কোনদিনই সম্ভব নয়।

এদেশের মুসলমানদের মধ্যে আল্লাহপাকের প্রতি বিশ্বাস এবং নামাজ রোজা জাকাত ও পরদা কায়েমের চেষ্টা বিভিন্নভাবে চলছে কিন্তু তাতে কোন ফল হয়েছে কি? হয় নাই। হবেও না। তবে এই অধঃপতন রোধের উপায় কি?

এদেশের রাজনীতি সম্বন্ধে যারা চিন্তা করেন তারা বুঝবেন যে, এদেশের কোন ইসলামিক দলের মাধ্যমে এদেশের শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করে দেশে কোরান ছুন্নাহ মোতাবেক আইন পরিচালনা করে বা পাশ করে এদেশের মুসলমানদেরকে চরম অধঃপতনের হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব নয়।

ইতিপূর্বে পাকিস্তান আমলে মৌলানা মওদুদীর মত প্রখ্যাত ইসলামিক চিন্তাবিদ, যিনি তাঁর প্রতিভার দ্বারা লেখনীর মাধ্যমে এক বিরাট ইসলামিক, রাজনৈতিক জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন, তার পক্ষেও তৎকালীন সমগ্র পাকিস্তানে পার্লামেন্টে ১০ আসন লাভ করাও সম্ভব হয় নাই।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, বাংলাদেশের শতকরা ৯৫ জন আমরা মুসলমান কিন্তু আল্লাহপাকের ভয় এবং ইসলামের আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা শতকরা ৫ জনেরও নাই। মেনে নিলাম এই অবস্থায় যদি দেশের ইসলামিক দলগুলি সব একমত হয়ে নির্বাচনের মাধ্যমে দেশের শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করতে চান কিন্তু তার যুক্তিটা কি? মেনে নিলাম দেশের আল্লাহ ভীরু এবং ইসলামী আদর্শে শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিগণ তাদের দলে আসবেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো, দেশের সমগ্র জনসংখ্যার মধ্যে উক্ত প্রকার মুসলমানের সংখ্যা কত? খুব জোর ১ কোটি। অবশিষ্ট ৭ কোটি ভোটার কোন পথে? সরকারী কর্মচারী— সৈন্য বাহিনী, পুলিশ বাহিনী, শিক্ষক, ছাত্র, শ্রমিক, মুজুর ও তরুন-তরুনী ও গ্রাম গঞ্জের সাধারণ মুসলমান কি ঐ ১ কোটি ঈমানদার মুসলমান এর দলে আসবেন? না। তাহলে এদেশের ইসলামের আদর্শকে বজায় রাখার এবং ইসলামের মূল ভিত্তি বজায় রাখার উপায় কি?

আপাততঃ সহজ উপায় হল, এদেশে যতগুলি ইসলামিক দল আছে, তারা যদি সবাই একমত হয়ে যান এবং একমতে দেশের যে, কোন শাসক গোষ্ঠি—অর্থাৎ যে কোন ক্ষমতাসীন দলকে সমর্থন দেন এবং দেশের মধ্যে বিভিন্ন ইসলামিক দল, ঈমানদার, ধর্মভীরু এবং ইসলামের আদর্শে শ্রদ্ধাশীল মুসলমান এর সংখ্যা কমপক্ষে এককোটি হবে। এই এক কোটি মরদে মুমীন এক মত হয়ে যদি বজ্রকণ্ঠে আওয়াজ তুলেন যে,

১) শতকরা ৯৫ জন মুসলমানের দেশে ইসলামিক শাসন ব্যবস্থা কায়েম কর। এবং এই নোংরামী যথা ব্যাপক ব্যাভিচার, নাচ গান, মদ্যপান, জুয়া খেলা এবং আধুনিক সভ্যতার নামে মুসলমান তরুন তরুণীদের এই উচ্ছৃংখলতা, উলংগতা আইন সংগতভাবে বন্ধ কর।

২) দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে একজন মুসলমানের জন্য প্রকৃত মুসলমান

হিসাবে জীবন যাপনের জন্য যতটুকু ইসলামিক শিক্ষা দরকার—তাহা প্রত্যেক মুসলমান ছেলেমেয়েদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা কর।

৩) দেশের সর্বস্তরের মানুষের জীবন যাপনের জন্য ইসলাম যে অর্থনৈতিক বিধি ব্যবস্থা দিয়েছে তাহা পুরোপুরীভাবে চালু কর।

৪) দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অফিস আদালত ও অন্যান্য সরকারী বেসরকারী সংস্থায় নামাজের ব্যবস্থা এবং নামাজ আদায়ের জন্য সময় ও মসজিদের ব্যবস্থা কর।

৫) দেশের শাসন ক্ষমতায় যারা আছেন সর্বপ্রথম তারা সবাই নামাজ কায়েম করে জাতীয় আদর্শকে সমুন্নত রাখুন।

৬) মুসলমান নারীগণের অনাবৃতভাবে চলাফেরা এবং অফিস আদালতে যাতায়াত বন্ধ করুন।

আপাততঃ উক্ত ৬ দফা দাবী এই দেশের এককোটি মরদে মুমীন যদি একমত হয়ে দেশের যে কোন ক্ষমতাসীন দলের নিকট পেশ করেন এবং বজ্রকণ্ঠে আওয়াজ তুলেন যে, তোমরা বা তুমি শতকরা ৯৫ জন মুসলমান নাগরিকের দেশের পরিচালক—অতএব তোমাকে বা তোমাদেরকে উক্ত ৬ দফা দাবী মানতে হবে।

এই এককোটি প্রকৃত মুসলমানের ন্যায়সঙ্গত দাবী কোন শাসক গোষ্ঠির পক্ষে উপেক্ষা করার সাহস হবে বলে মনে করিনা

দেশের ঐ এককোটি মুসলমানের নিকট নিবেদন করি—ছনিয়ার বাদশাহী করার—অর্থাৎ নেতৃত্ব করার অধিকার আল্লাহপাক ত মুসলমানদেরকেই দিয়ে ছিলেন। কিন্তু মুসলমান নেতারা যখন ছনিয়ার আরাম আয়াশের লোভে মত্ত হয়ে ইসলামের আদর্শকে ভুলে গেছেন তখনই তার নেতৃত্ব করার অধিকার আল্লাহপাক কেড়ে নিয়েছেন।

মুসলমানদের নেতাগণ দেশ শাসন করেছেন—কিন্তু নিজকে দেশের মালিক মনে করেন নাই জনগণের খাদেম মনে করেছেন।

মুসলিম জাহানের খলিফা ও বাদশাহ সম্রাটগণ দেশ পরিচালনার ও নিজেদের ব্যক্তিগত জীবন যাপনের যেসব দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন তার থেকে আমাদের উপদেশ গ্রহণ করা উচিৎ।

ছনিয়ার যশঃ অর্থ মুসলমানের কাম্য নয়—একজন মুসলমানের শেষ সম্বল একখণ্ড সাদা কাপড় এবং দেড় হাত জমিন।

অতএব যশঃ অর্থের মোহ ত্যাগ করে এদেশের ৮ কোটি মুসলমান যাহাতে অধঃপতনের হাত থেকে রক্ষা পায় তার জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকার করা ঐ এককোটি মুসলমান—বিশেষ করে আলেম সম্প্রদায়ের উচিৎ বাংলাদেশের আনুমানিক ঐ এককোটি ঈমানদার মুসলমানের একমত হওয়ার বড় বাধা হল—মজহাবী সমস্যা। যেমন, হানাফী ও আহলে হাদিছ। এখন কথা হল, এই ছই দলের মধ্যে কোন দল যদি মনে করেন যে, সারা বিশ্বের মুসলমান তাদের দলে আসবেন। অর্থাৎ হানাফী মজহাবের মতবাদ বা আহলে হাদিছের মতবাদ সারা বিশ্বের মুসলমানদের মধ্যে কায়েম হোক – তবে তাহা কোন দিনই সম্ভব নয়। অথচ উক্ত ছই দলের মধ্যে ফরজিয়াত নিয়ে বিশেষ কোন দ্বন্দ নাই—ছুন্নাত ও ওয়াজেবের মধ্যে কিছু মতভেদ চলছে এবং ক্রমে এই মতভেদের ভিত্তিতে ছই দলের আলেমদের মধ্যে নিজেদের মতবাদকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য অনেক তর্ক-বিতর্ক এবং বই পুস্তক লেখালেখী হয়েছে। ফলে লাভ হয়েছে এই যে—একদল অন্য দলকে ঘৃণা করতে আরম্ভ করেছেন। এমন কি মসজিদ পর্য্যন্ত আলাদা ধরনের হইতে আরম্ভ করেছে এবং এক দল অন্য দলের মসজিদে নামাজ আদায় করা অসিদ্ধ মনে করিতেছেন।

উক্ত প্রকার মতভেদ বা আচরণ মুসলমানদের জন্য ভয়ানক আশংকার কারণ। ইসলামের বৃহৎ স্বার্থে উক্ত ছই দলের মধ্যে কিছু রদ বদল করে—একটা সমঝোতায় আসা উচিৎ। এই মীমাংসার জন্য অন্য কোনখানে যেতে হবেনা। পবিত্র কোরানপাকের মধ্যে ২৬ পারায় ছুরা হুজরাতের মধ্যে আল্লাহপাক যিনি বর্ত্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎ সব জ্ঞাত আছেন। তিনি সুন্দর মীমাংসার উপদেশ উদাহরণ বর্ণনা করেছেন।

আশাকরি বাংলাদেশের সুধী আলেম সম্প্রদায় পবিত্র কোরানের আলোকে ছই দলের সব মতভেদ এর মীমাংসা করে সারা বিশ্বের মুসলমানদের নিকট দৃষ্টান্ত রাখবেন এবং এই দেশের মুসলমানদেরকে বিজাতীয় চালচলন, আচার ব্যবহার এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ও সুন্দর মতবাদ ইসলামকে উপেক্ষা

করে বিজাতীয় সংকীর্ণ মতবাদে বিশ্বাসী হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করবেন।

আর তা যদি না পারেন তবে এমন দিন আসছে, যে দিন আপনার পুত্র, আপনার নিকট আত্মীয় ও আপনার বন্ধু আপনাকে হত্যা করে নশ্বর এই পৃথিবীতে কয়েকদিনের আমোদ-আহ্লাদের পথ নিষ্কণ্টক করবে এবং শতকরা ৯৫ জন মুসলমানের আবাসভূমি এই বাংলাদেশে বিজাতীয় মতবাদকে ডেকে আনবে।

যে দেশের চৌদ্দ আনা লোক খাওয়া পরা ও বাসস্থানের অসুবিধা ভোগ করছে এবং তারা মুসলমান হলেও তাদের মধ্যে ইসলামের প্রতি কোন শ্রদ্ধাবোধ নাই। আল্লাহ, রছুল পরকাল সম্বন্ধে কোন সঠিক ধারনা নাই। সেই দেশের মানুষকে যদি খাওয়া পরা বাড়ীঘর এবং চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয়ে কোন চিন্তা বা কষ্ট করতে হবেনা—এমন কোন, মত বা আদর্শ কোন দল বা কোন বৃহৎ শক্তি যদি তাদের গ্রহণ করাবার চেষ্টা করে তবে অতি সহজেই তারা সফলকাম হবেন।

ইসলাম সাধারণ মানুষের যে মর্য্যাদা দিয়েছেন এবং পার্থিব জীবন যাপনের জন্য যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দিয়েছেন, তা যদি এদেশে পুরাপুরি ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে অন্য যে কোন মতবাদের চেয়ে যে, ইসলাম শ্রেষ্ঠ, এই সত্য কথা প্রমানিত অতিসত্তর না করা হয়, তবে দেশের এই বৃহৎ সংখ্যক জনসমষ্টিকে, অন্য মতবাদ এদেশে কায়েম করার যে প্রচেষ্টা চলছে তা থেকে দূরে রাখার কোন উপায় নাই এবং এদেশে অন্য মতবাদ কায়েম হলে প্রথম ঐ ১ কোটী ঈমানদার মুসলমানকে নিপাত করা এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশে বিশেষ করে সোভিয়েট ইউনিয়নে—মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্য, সমরকন্দ তাসকন্দ, বখারা ইত্যাদি রাজ্যে মুসলমানদের যে দুর্দ্দশা হয়েছিল, তার থেকে আমাদের দুর্দ্দশা কোন অংশেই কম হবেনা এবং সে দেশের মসজিদ ও মাদ্রাসাগুলি আজ কোন কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে—তা প্রত্যক্ষ দর্শীর বর্ণনা যারা শুনেছেন বা পড়েছেন তারা বুঝবেন।

অতএব যেভাবে হোক, অতিসত্তর সমাজতন্ত্রের চেয়ে ইসলাম যে হাজার গুণে শ্রেষ্ঠ। ইসলামের ছায়াতলে যে, পরম শান্তিতে এই দুনিয়ায় জীবন

যাপন করা যায় এবং পরকালের যে বহু বিস্তৃত জীবন রয়েছে তা সুখের হয় নাই সত্য এদেশের বৃহৎ সংখ্যক জনগোষ্ঠির সামনে তুলে ধরে তা প্রমাণিত করে দেখাতে হবে। অন্যথায় এদেশে ইসলাম ছাড়া অন্য মতবাদ কায়েম করে যারা নিজেদের সুবিধা করতে চান—তাদেরই জয় হবে।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি যে আনুমানিক এককোটী ঈমানদার মুসলমানকে একদল একমত হতে হবে এবং যে কোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকতে হবে। উদ্দেশ্য হবে ক্রমে ক্রমে এদেশে পূর্ণ ইসলামিক শাসন কায়েম করা।

পরববর্ত্তী বংশধরদেরকে কি উপায়ে ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং বাধ্য হয়ে ইসলামের আদেশ নিষেধ পালন না করে তারা যেন স্বাগ্রহে খুশী মনে পুরাপুরি মুসলমান হওয়াকে গৌরব বোধ করে। সেই প্রকারের শিক্ষা ব্যবস্থা অবশ্যই শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বস্তরে চালু করে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশ ধরদেরকে আদর্শবান মুসলমান হওয়ার সুব্যবস্থা করে যেতে যদি পারেন—তবেই আপনাদের উদ্দেশ্য সফল হবে এবং আপনারা দেশের এককোটী মুসলমান শুধু মুসলমানই নহেন, মুমেন। একজন মুমেনের প্রতি তার পরিবার-প্রতিবেশী, গ্রামবাসী এবং দেশবাসীর প্রতি যে, দায়ীত্ব হয়েছে, তা পালন হবে।

ইতি—

খোদা হাফেজ

বাংলাদেশ জিন্দাবাদ

১।১।৮৭ ইং

দুই

বাংলাদেশের আলেম সমাজের প্রতি আমার নিবেদন।

সম্মানিত আলেম সমাজ।

অচ্ছাচ্ছালামু আলাইকুম।

ইতিপূর্বে আমি বাংলাদেশে ইসলামের আদর্শকে আপাততঃ টিকাইয়া রাখার একটা উপায় আপনাদের খেদমতে পেশ করিয়াছি এবং বাংলাদেশের আলেম সম্প্রদায় এবং পরহেজগার মুত্তাকীনগণের একমত হওয়ার যে প্রধান বাধা অর্থাৎ (হানাফী ও আহ্‌লে হাদিছ) সেই বিষয়ও উল্লেখ করিয়াছি। মোমিন মুসলমানদের মধ্যে মতানৈক্যের সৃষ্টি হইলে, তাহা মীমাংসার জন্য আল্লাহপাক তাঁর পাক কালামে যেভাবে মীমাংসার নির্দেশ দিয়াছেন— তাহারও উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় এই যে, আজ পর্যন্ত শুনিতে পাইলামনা যে, এই দেশের আলেম সমাজ কোন একটা মীমাংসায় আসিয়া মুসলিম ঐক্য ও আদর্শকে কায়েম করার পথে অগ্রসর হইয়াছেন।

মাননীয় আলেম সমাজ, আমার থেকে আপনারা অনেক বেশী জ্ঞানী এবং আপনারা সর্বস্রষ্টা আল্লাহপাকের নিম্নোক্ত বাণীগুলি অবশ্যই অবগত আছেন। আল্লাহপাক তাঁর পবিত্র কালামের ৪র্থ পারা ছুরা আল-ইমরানের ১০১ আয়াতে বর্ণনা করেন যে, "হে মুমিনগণ! আল্লাহকে এইরূপ ভয় কর যে রূপ ভয় করা উচিত এবং ইসলাম ব্যতীত আর অন্য কোন অবস্থায় প্রাণ ত্যাগ করিওনা।" তার পরবর্তী আয়াতে আল্লাহপাক বর্ণনা করিতেছেন যে, 'এবং তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে (দীনকে) দৃঢ়ভাবে ধারণ কর, এমনি ভাবে যে, তোমরা পরস্পর একতাবদ্ধ থাক এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইওনা।"

আল্লাহপাকের উক্ত প্রকার উক্তিতে ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, তোমরা মুসলমান না হইয়া মরিওনা এবং পরস্পর একমতে থাক কোন বিভেদ সৃষ্টি

করিওনা। সর্বস্রষ্টা আল্লাহপাক মুসলমানদিগকে একতাবদ্ধ হইয়া থাকার জন্য কড়া নির্দেশ দিয়াছেন।

সম্মানিত আলেম সমাজ, আপনারা অবশ্যই এক আল্লাহপাকে বিশ্বাসী এবং তাহার পবিত্র বাণী কোরাণ শরীফের উপরেও পুরাপুরি আস্থা রাখেন এবং সমগ্র বিশ্বের শান্তির বাহক. আমাদের প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ (ছাঃ) কেও নেতা হিবাবে গ্রহণ করিয়া তাঁর আদর্শকেও গ্রহণ করিয়াছেন।

অথচ আপনারা দুই দলে বিভক্ত হইয়া এতদূর নীচে নামিয়া গিয়াছেন যে, মসজিদের আকার দুই প্রকার করিতে শুরু করিয়াছেন এবং এমনও দেখা যাইতেছে যে, নিজেদের মতাবলম্বীদের মসজিদ ছাড়া অন্য মসজিদে নামাজ আদায় করাকেও অসিদ্ধ মনে করিতেছেন এবং একদল অপর দলের বিরুদ্ধে নানা প্রকার ফতোওয়া জারী করিয়া এবং অনেক বই পুস্তক লিখিয়া একত্ববাদে বিশ্বাসী এবং এক কোরাণে বিশ্বাসী মুসলমানদের মধ্যে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছেন যে, যাহাতে একদল অপর দলকে মনে প্রাণে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অথচ, উক্ত দুই দলেরই নেতৃত্ব করিতেছেন আপনারা (আলেম সম্প্রদায়)

তাহা হইলে আল্লাহপাকের বাণী পবিত্র কোরাণ শরিফকেও কি আপনারা অস্বীকার করিতেছেন না ?

আল্লাহপাক তাঁর পরিত্র বাণী কোরাণ শরিফের ৪র্থ পারা সুরা আল-ইমরানের (১০৯) আয়াতে বর্ণনা করিতেছেন যে, "তোমরাই উত্তম সম্প্রদায়. যে সম্প্রদায়কে প্রকাশ করা হইয়াছে মানবমণ্ডলীর জন্য, যেন তাহারা নেক কাজের আদেশ করে এবং মন্দ কাজ হইতে মানুষকে নিবৃত্ত রাখে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে। আর যদি আহলে কিতাবরা ঈমান আনিত তবে তাহাদের জন্য অধিক মঙ্গল হইত. ইহাদের মধ্যে তো কেহ কেহ মুসলমান, আর ইহাদের অধিকাংশ ফাছেক।

আল্লাহপাকের উক্ত উক্তি অনুযায়ী আপনারাই অর্থাৎ আলেম সম্প্রদায়ই যে মানুষের মধ্যে উত্তম দল সে বিষয় কোনই সন্দেহ নাই। অতএব আপনারাই যদি দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া থাকেন তবে আহলে কিতাবরা কি প্রকারে ঈমান

আনিবে ? এবং আহলে কিতাব বলিতে যে, ইসলাম সম্বন্ধে অজ্ঞ কিতাব-ধারীদেরকেই উদ্দেশ্য করা হইয়াছে ; তাহা আপনারা নিশ্চই বোঝেন এবং এই আহলে কিতাবদেরকে পুরাপুরি মুসলমান বানাবার দায়িত্ব যে উত্তম দল, অর্থাৎ আলেম সমাজের সে বিষয় কোন সন্দেহ নাই।

বর্ত্তমান আলেম সমাজের এই সংকীর্ণমনতা এবং জাতির মধ্যে দ্বিমত বা বিভেদ সৃষ্টি করা যে, আল্লাহ এবং রসুলের আদেশ ও আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই

আহলে কিতাবদেরকে পুরাপুরি মুসলমান বানাবার দায়িত্ব তো হইল আলেম সমাজের—অথচ তাঁহারা সেই কর্তব্য ভুলিয়া গিয়া আপন আপন মতাদর্শকে কায়েম করার জন্য অতি সংকীর্ণ মনোভাবের পরিচয় দিতেছেন।

তাঁদের এই জেদা-জেদীর কারণে আহলে কিতাবরা যদি মুসলমান না হইয়া অন্য কোন মতবাদ গ্রহণ করেন কিংবা ফাছেক হইয়া মারা যান—তাহা হইলে মানব জাতির মধ্যে উত্তম দলই কি এর জন্য দায়ী হবেন না ?

আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (ছাঃ), তাহার ছাহাবাবর্গ, তাহার বংশধরগণ, পরবর্তী খলিফাগণ এবং অনেক বাদশাহ সম্রাটগণের যে সমস্ত আদর্শ দেখিয়া সমগ্র বিশ্ব মুগ্ধ হইয়াছিল এবং সেই কারণেই পৃথিবীর সর্ব প্রান্তে মুসলমানদের বিজয় নিশান উড়িয়াছিল, সেইসব ইতিহাস কি আপনারা ভুলে গেলেন ?

বিজাতীয়দেরকে মুসলমান করা তো দূরের কথা আপনারা নিজ জাতিকেই দ্বিধা বিভক্ত করিয়া ধ্বংসের পথে আগাইয়া দিতেছেন।

অথচ ব্যাপার সামান্য ; যেমন কেউ নামাজের মধ্যে হাত একটু উপরে বাঁধে আর কেউ একটু নীচে। কেউ "আমীন" খুব উচ্চস্বরে বলে কেউ আস্তে। কেউ রফায়েয়াদাইন করে কেউ করে না। বেতের ওয়াজেব নামাজ কেউ ৩ রাকাত আদায় করে কেউ এক রাকাত। ঈদুল ফেতর এবং ঈদুল আজহার নামাজ কেউ ছয় তাকবীরের সঙ্গে আদায় করেন। কেউ বার তাকবীরের সঙ্গে আদায় করেন। কেউ নামাজের মধ্যে এমামের

পিছনে একতেদা করিয়া ছুরা ফাতেহা পাঠ করেন, আর কেউ তা করেন না।

ঐ সকল সামান্য নিয়ম কানুনের মধ্যে কিছু রদবদল করিয়া যদি বিশ্ব মুসলিম এক জামায়াত হইয়া যান, তবে আল্লাহ পাক কি খুশী হইবেন না, না নারাজ হইবেন ? আমাদের পূর্ববর্তী মুসলমানগণ সামান্য বিষয় নিয়া নিজেরা নিজেরাই যুদ্ধ বিগ্রহ করিয়া জাতির যে, কি সর্বনাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা আপনারা আমার চেয়ে বেশী অবগত আছেন।

বড়ই অনুতাপের বিষয় এই যে, আপনারা পবিত্র কোরাণ ও রাসুল (ছাঃ) এর বাণীর অপব্যাখ্যা করিয়া বেড়াইতেছেন। যেমন, আপনারা বলিয়া বেড়াইতেছেন যে, রাসুলে করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন, আমার উম্মত-গণের মধ্যে ৭৩ ফেরকা বা দল হইবে এবং তাদের কেবল মাত্র একটি দলই বেহেস্তে যাবে—আর বাকী সব জাহান্নামী হইবে।

উক্ত উক্তিতে "আমাদের নবী যে, সমগ্র বিশ্বমানবের জন্য শান্তির বাহক।" এই অতি মূল্যমান বাক্যটির আপনারা চরম অবমাননা করিয়াছেন এবং রোজ-কিয়ামতে যে তিনি ছাড়া আর অন্য কেহ মানুষের জন্য আল্লাহপাকের নিকট সুপারিশ করিতে পারিবেন না এবং তিনি যে শুধু একটি দলের জন্য সুপারিশ না করিয়া সমস্ত গোনাহগার উম্মতের শাফায়াতের জন্য রোজ হাসরে কাঁদিতে থাকিবেন, এই সত্য উক্তিকেও মিথ্যা প্রমাণিত করিয়া, মহামানবের উদারতার প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছেন ! ঐ সকল নানা প্রকার উক্তিতে আপনারা ইহাই প্রমাণিত করিতে চাহিয়াছেন যে, আপনারাই শুধু বেহেস্তের অধিকারী হওয়ার উপযুক্ত দল এবং আর সব উম্মতে মোহাম্মদী জাহান্নামী।

আল্লাহপাক তাঁর পবিত্র কালামে ছুরা বাকারার (১৮৩) আয়াতে বর্ণনা করেন যে, "আল্লাহপাকেরই শত্তাধীন রহিয়াছে সবকিছু যাহা আসমান সমুহে আছে এবং যাহা যমিনে আছে আর যাহা তোমাদের অন্তরে আছে, উহা চাই তোমরা তাহা প্রকাশ কর অথবা গোপন রাখ, আল্লাহ তা'আলা

তোমাদের নিকট হইতে উহার হিসাব লইবেন। অনন্তর তিনি যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করিয়া দিবেন এবং যাহাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন।"

আপনারা কোন সাহসে আল্লাহপাকের উক্ত উক্তিকে উপেক্ষা করিয়া নিজেদেরকে একমাত্র জান্নাতী দল বলিয়া প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন?

আপনারা কি ভুলিয়া গিয়াছেন, স্বয়ং রাছুল্লাহ (ছাঃ) যে দশজন ছাহাবাকে, তাঁদের জীবিতাবস্থায় জান্নাতী বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছিলেন, তাঁরাও আল্লাহপাকের দরবারে কাঁদিতে কাঁদিতে রাত শেষ করিয়া দিয়াছিলেন।

সম্মানিত আলেম সমাজ। আপনারাই হইলেন রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এবং আম্বিয়া (আঃ) গণের উত্তরাধিকারী। আপনারা কি ভুলিয়া গিয়াছেন যে, তাঁরা আপনাদেরকে কোন সম্পদ দিয়া গিয়াছেন? আপনারা যদি সেই পবিত্র আমানতের অসৎব্যবহার করিয়া নিজ নিজ স্বার্থ সিদ্ধির লালসায় মাতিয়া উঠেন—এবং একটা ঐক্যবদ্ধ জাতিকে বিভক্ত করার সর্বপ্রকারের বৈধ এবং অবৈধ প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইতেছেন, এর জন্য কি আপনাদেরকে জবাবদিহী করিতে হইবে না?

আপনারা যে ভাবে নিজ নিজ মতাদর্শকে সারা বাংলাদেশের মধ্যে এবং এর বাহিরেও মুসলমানদের মধ্যে কায়েম করার প্রচেষ্টা চালাইতেছেন, তাহা কি কোন দিন সম্ভব হবে? অতি অবশ্যই তাহা কোন দিনই সম্ভব নয়।

যদি তাহাই হয়, তবে আপনারা একটা মীমাংসায় না আসিয়া কোন উদ্দেশ্য, হাছিল করার জন্য সাদাসিধা মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করিয়া বেড়াইতেছেন।

মাননীয় আলেম সমাজ। আপনাদেরকে উপদেশ দেওয়ার মত জ্ঞান আমার নাই—শুধু এইটুকুই বলিতে চাই যে, সারা বিশ্বে মুসলমানরা আজ লাঞ্ছিত ও অবহেলিত এবং অনেক ক্ষেত্রে তাহারা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ করিয়া অধঃপতিত হইতেছেন। মুসলমানরা আজ আদর্শচ্যুত এবং তাহারা তাহাদের ইতিহাস ঐতিহ্যকে ভুলিয়া গিয়া নানা প্রকার কু-কর্মে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তাই মুসলমানদের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী নিদর্শন মসজিদে, আকছাকে আল্লাহপাক বিজাতীয়দের হাতে দিয়ে দিয়েছেন।

আজ মুসলমানদের পবিত্র ভুমি আরবের বিশেষ করিয়া মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফের মুসলমানরা নীতিচ্যুত ও আদর্শ হারা। পবিত্র কাবা গৃহে আজ মারামারি।

ঐ সকল ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করিয়া আপনাদের অন্তরে কি এই আশংকা জন্মেনা যে, মসজিদে, আকছার মত পবিত্র কাবা ঘরকেও আল্লাহপাক অন্য কোন জাতির হাতে দিয়ে দিবেন। আপনারা বেশ ভালভাবেই অবগত আছেন যে, যে জাতি আল্লাহর দেওয়া নেয়ামতকে অস্বীকার করেন এবং তাদের আদর্শ হারা হইয়া যায়, আল্লাহপাক সে জাতির কাছ থেকে তাঁর দেওয়া নেয়ামতকে ছিনাইয়া অন্য জাতির হাতে দিয়ে দেন এবং ইহাও আপনারা জানেন যে, যে জাতি নিজেরাই নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন না চায়—আল্লাহপাক কোন দিনই তাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন করেন না।

মানব সৃষ্টির ইতিহাস আপনারা জানেন, ফেরেস্তারা বলিয়াছিলেন, আল্লাহপাক মানুষ সৃষ্টি করিবেন না। কেননা, তারা যমিনে গিয়া নানা প্রকার ফেৎনা-ফাছাদ ও রক্তারক্তি করিবে। আপনার প্রশংসা গুণগান করার জন্য তো আমরাই আছি। আল্লাহপাক বলিলেন, "আমি যাহা জানি তাহা তোমরা জান না।" অতঃপর আদম (আঃ) কে ফেরেস্তাদের থেকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান দিলেন এবং ফেরেস্তাগণকে বলিলেন, "আদমকে সেজদা কর।"

অতএব ইহা অতি সাধারণ জ্ঞানে বুঝা যায় যে, পৃথিবীতে আসিয়া যে জাতি ফেরেস্তাদের উক্তিকেই সত্য প্রমাণিত করিতেছেন এবং মহাজ্ঞানী আল্লাহপাককে লজ্জিত করিতেছেন, তাহা হইলে সে জাতিকে কি আল্লাহ পাক সর্বদিক দিয়া অপমানিত এবং পর্যুদস্ত করিবেন না?

আমাদের মহান নেতা বিশ্বনবী তাঁর বিদায় হজ্জে মুসলমানদের এক বিরাট জনসমুদ্রকে উদ্দেশ্য করিয়া তিনি তাঁর জীবনের শেষ ভাষণে বলিয়াছিলেন, "হে আমার ভক্তবৃন্দ! মনে রাখিও মুসলমান ভাই ভাই কেহ কাহারও চেয়ে ছোট নও এবং কাহারও চেয়ে বড়ও নও। আল্লাহর চোখে সকলেই সমান।

সাবধান। ধর্ম সম্বন্ধে বাড়াবাড়ী করিওনা। কারণ এই বাড়াবাড়ীর

ফলেই অতীতে বহু জাতি ধ্বংস হইয়াছে, আর সাবধান! পৌত্তলিকার পাপ যেন তোমাদিগকে স্পর্শ না করে।"

বিশ্ব নবীর বিদায় হজ্জের মূল্যবান বাণীগুলি যদি আজ মানব সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইত তবে মানব সমাজে কোন দ্বন্দ্বই থাকিত না।

আল্লাহপাক তাঁর পবিত্র কালামের ২৬ পারা ছুরা হুজরাতের (১০) আয়াতে বর্ণনা করেন যে, "হে মোমিনগণ! ঘৃণা করিওনা একদল অপর দলকে, বিচিত্র কি যে, যাদের তোমরা ঘৃণা করিতেছ উহারাই আমার নিকট বেশী প্রিয়।" মোমেনা নারীদের বেলাতেও তাই বলিয়াছেন। তারপর আল্লাহপাক বলেন "আর তোমরা একে অন্যকে খোঁটা দিওনা; এবং অন্যকে কলংকযুক্ত উপাধীতে সম্বোধন করিওনা; ঈমানদার আনায়নের পর, গুনাহর নামযুক্ত হওয়াও দুষণীয়, আর যাহারা এইরূপ কাজ হইতে প্রত্যাবর্ত্তিত না হইবে, ফলতঃ তাহারাই অত্যাচারী।"

অতএব আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে ইহাই বুঝিতেছি যে, আল্লাহপাক মুসলিম ঐক্য বজায় রাখার জন্য যে উপদেশ দিয়াছেন তাহাও আপনারা অমান্য করিয়াছেন এবং বিশ্বনবী (ছাঃ) তাঁহার জীবনের শেষ ভাষণে মুসলমান জাতি যাহাতে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া ধ্বংস প্রাপ্ত না হয়, তিনি সে বিষয়ে সাবধান বাণী উচ্চারণ করিয়া বলিয়াছিলেন; "সাবধান! ধর্ম সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি করিওনা এবং একে অপরকে তুচ্ছ মনে করিওনা। তোমাদের পথ প্রদর্শক হিসাবে দুইটি বস্তু আমি দুনিয়ায় রাখিয়া যাইতেছি—এক, আল্লাহর বাণী, অর্থাৎ কোরআন, দ্বিতীয় তাঁহার প্রেরীত রাছুলের চরিত্রাদর্শ।" "মহানবীর জীবন সন্ধার এই ভাষণ অনবদ্য।" মানব জাতির জন্য ইহা এক অমূল্য সম্পদ।

"মহানবী (ছাঃ) তাঁহার ভাষণ শেষে বিহবল চিত্তে আকাশের দিকে দৃষ্টি মেলিয়া সেই নির্বাক জনসমুদ্রের সম্মুখে তাঁহার প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—হে, আল্লাহ আমি কি তোমার বাণী যথাযথভাবে ইহাদের নিকট পৌঁছাইতে পারিয়াছি? আমি কি আমার কর্তব্য সঠিকভাবে সম্পন্ন করিয়াছি?"

"সেই পুণ্যভূমী আরাফাতের মাঠে আল্লাহপাকের তরফ হইতে এক নূতন বাণী নামিয়া আসিল নবীর নিকট তাহা হইল এই, আল্লাহ পাক তাঁর পাক কালামের ৬ পারা ছুরা মায়েদার (২) আয়াতে, বলিয়াছেন যে, "আজ তো কাফেরেরা নিরাশ হইয়া গিয়াছে, তোমাদের ধর্মকে (পরাভূত হওয়া) হইতে সুতরাং তাহাদিগকে ভয় করিওনা। এবং আমাকেই ভয় করিতে থাক, আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পূর্ণ করিয়া দিলাম এবং আমি তোমাদের প্রতি স্বীয় নেয়ামত পরিপূর্ণ করিয়া দিলাম এবং আমি ইসলামকে তোমাদের ধর্মরূপে পছন্দ করিলাম।"

সম্মানিত আলেম সমাজ! আপনারা যে বিশ্বনবী (আমাদের নেতা) হযরত মোহাম্মদ (ছাঃ) এর উক্ত মূল্যবান বাণীকেও উপেক্ষা করিয়া, ধর্ম সম্বন্ধে নানা প্রকার ফতুয়া জারী করিয়া অর্থাৎ বাড়াবাড়ি করিয়া এক মুসলমান অন্য মুসলমানকে তুচ্ছ জ্ঞান করার শিক্ষা দিয়া বেড়াইতেছেন এবং অনেক অলী-আল্লাহদেরকেও তুচ্ছ মনে করিয়া, আপনারাই যে, শ্রেষ্ঠ ধার্মিক তাহা প্রচার এবং প্রমাণিত করার চেষ্টা চালাইতেছেন। তাহা হইলে আমরা সাধারণ জ্ঞানে কি ইহাই মনে করিবনা যে আপনারা আল্লাহ ও রাছুলের আদেশ ও নিষেধকে অমান্য করিয়া মুসলিম জাতির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া বিশেষ কোন উদ্দেশ্য হাছিল করিতে চাহেন এবং যে ধর্মকে আল্লাহপাক মুসলমানদের জন্য নেয়ামতরূপে পূর্ণতা দান করিলেন, তাহা দুনিয়া থেকে মুছে যাক ইহাও কি আপনারা চাহেন?

দুনিয়াতে আব্দুর রহিম—আব্দুর রহমান থাকিবে বটে, কিন্তু মুসলমান থাকিবেনা। অর্থাৎ মুসলমানদের মধ্যে ইসলাম থাকিবেনা। তাহা হইলে কারবালার মরুভূমিতে ৭ দিন ৯ দিন পানি পান না করিয়া তাঁরা যে আদর্শকে পৃথিবীর বুকে সমুন্নত রাখার জন্য তিলে তিলে মৃত্যু বরণ করিলেন। যাঁহারা যুদ্ধের মাঠে আহত হইয়া মৃত্যুর যন্ত্রণার মাঝে পিপাসায় কাতর হইয়াও নিজে পানি পান না করিয়া আরেক ভাইকে পানি পান করাইয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়া গেলেন এবং যাঁরা প্রাণ দিলেন কিন্তু নিজের ওয়াদা খেলাফ না করে জাতীয় আদর্শকে সমুন্নত রেখে গেলেন, জাতির আদর্শকে

কলংকিত করিলেন না এবং আমাদের নেতা হযরত মোহাম্মদ (ছাঃ) সারা জীবন ধরে যে ত্যাগ, তিতিক্ষা, সহিষ্ণুতা, সহনশীলতা ও উদারতার পরিচয় দিয়ে গেলেন এবং তার পরবর্তিতে যাঁরা অর্ধেক পৃথিবীর শাসক হইয়াও নিজে পিঠে করিয়া আটার বস্তা বহন করিয়া বিধবা অধিবাসীনীটির ঘরে পৌঁছাইয়া দিলেন এবং সুদূর পথ অতিক্রমকালে ভৃত্য এবং খলিফায় পালা-ক্রমে উটের পিঠে আরোহণ এবং উটের রশী ধরিয়া গমণ করিয়া সাধারণ মানুষের যে মর্যাদা দিয়া গেলেন—এক মহান জাতির ঐসব আদর্শ কি ব্যর্থ হবে ?

তাই বলি যুগ আলেম সমাজ
রক্ষিতে যদি না পার আজ,
করিতে যদি না পার এই জাতির সংস্কার।
তবে যায় চলে যাক ধর্ম,
যেথা আছে আরশ হর্ম
সেই ধর্ম দাতা-বিধাতার
আজ চোখে দেখতে হচ্ছে হায়!
ধর্মের এই নিষ্ঠুর বিদায়
অসহায় ধর্ম করিছে হাহাকার।

সম্মানিত আলেম সমাজ ! আপনাদের মধ্যে যে সামান্য কিছু মতানৈক্যের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার একটা মীমাংসা না করিয়া যদি আপন মতবাদকে সারা বাংলাদেশে কিংবা সারাবিশ্বে কায়েম করিতে চাহেন এবং তাহা পারিবেন বলিয়া মনে করেন ,তবে তার যুক্তিটা কি ? অবশ্যই আপনারা কোন যুক্তি দর্শাইতে পারিবেন না। তাই যদি হয় তবে যে দেশে আমরা শতকরা ৯৫ জন মুসলমান বাস করিতেছি সেই দেশটিতে অন্য কোন মতবাদ কায়েম হোক. ইহা কি আপনারা চাহেন ?

এই কথাও আমি আমার পূর্ব আলোচনায় ব্যক্ত করিয়াছি যে. সমগ্র বাংলাদেশের আলেম ওলামা এবং মোমিন মুসলমানের সংখ্যা খুব বেশী এক কোটি হবে এবং ইহাও পরিস্কারভাবে বর্ণনা করিয়াছি যে. ঐ এককোটি মোমেন মুসলমান যদি একমত হইয়াও বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতা নিজেদের আয়ত্বে আনিয়া এই দেশে ইসলামিক শাসনের দ্বারা এই অধঃপতিত দশ কোটি

মুসলমানদেরকে রক্ষা করিতে চাহেন তবে তাহা কোন ক্রমেই সম্ভব নহে। আর যদি কোন দল এককভাবে সংগঠন চালাইয়া এদেশের ক্ষমতা দখল করিতে চাহেন তবে তাহা কত দিনে সম্ভব হইবে ?

তাহা হইলে এককোটি মোমিন মুসলমান এবং সমগ্র বাংলাদেশের মুসলমান-দেরকে কিভাবে আপাততঃ এই চরম অধঃপতনের হাত থেকে রক্ষা করা যায় সে বিষয়ও আমার পূর্বালোচনায় ব্যক্ত করিয়াছি। পরম করুণাময় বিশ্ব প্রভুর বাণী পবিত্র কোরাণ শরীফ কোন এক নির্দিষ্ট সময় বা কোন নির্দিষ্ট দলের জন্য অবতারিত হয় নাই। আল্লাহপাক মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনি মানুষের অতীত ভবিষ্যৎ সর্ব্ব বিষয় অবগত আছেন। কাজেই তাঁর বাণী সমগ্র বিশ্বের মানুষের সর্বকালের জন্য উপদেশ গ্রহণের যোগ্য।

আল্লাহপাক তাঁর পবিত্র কালামে বর্ণনা করিয়াছেন যে, "মোমিনগণ তো সকলেই পরস্পর ভাই। সুতরাং তোমাদের ভাদের মধ্যে সন্ধি করাইয়া দাও, ভাই এর মত এবং আল্লাহকে ভয় কর যেন তোমাদের প্রতি দয়া বর্ষিত হয়।"

আল্লাহপাকের উক্ত উক্তিতে আমার সামান্য জ্ঞানে ইহাই বুঝিতেছি যে, "সন্ধি করাইয়া দাও ভাই এর মত !" যেমন মনে করেন চার ভাই একত্রে আছে তাহাদের বিষয় সম্পত্তি যদি আপোষে মীমাংসা করিয়া দেওয়া যায়, তবে অবশ্যই কিছু কম বেশী হইবে। আর যদি আদালতের সাহায্যে বিচার হয় তবে চুলচেরা বিচার হইবে।

আল্লাহপাক বলিয়াছেন ভাই এর মত আপোষ মীমাংসা করিয়া দিতে। অতএব আল্লাহপাকের উক্তি মোতাবেক আপনারা সুবিজ্ঞ আলেম সমাজ রহিয়াছেন, (হানাফী ও আহলে হাদিছ) এই দুই দলের মধ্যে কিছু কম বেশী করিয়া একটা মীমাংসায় আসিয়া সমগ্র বিশ্বের মুসলমানগণের নিকট এক আদর্শ স্থাপিত করুন এবং বাংলাদেশের প্রায় দশকোটি মুসলমানদেরকে অধঃপতনের হাত থেকে রক্ষা করিয়া আল্লাহ এবং তাঁর রাছুলকে সন্তুষ্ট করুন এবং নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করুন।

সম্মানিত আলেম সমাজ। আল্লাহপাক আমার থেকে অনেক বেশী জ্ঞান আপনাদেরকে দিয়েছেন এবং আপনারা পরকালের প্রতিও দৃঢ় বিশ্বাস রাখেন

অতএব, এই যমিনে মানুষকে আল্লাহপাক যে উদ্দেশ্যে পাঠাইয়াছেন, তার অন্তর্নিহিত কারণ সম্বন্ধেও আপনারা ভালভাবে অবগত আছেন এবং ইহাও বুঝেন যে, পার্থিব জেন্দেগী, কাগজের নৌকার মত। কাগজের নৌকা পানিতে ভাসাইয়া দিলে, আজ না হয় কাল ডুবিবেই। তাই বলি সকল লাজ-ভয়, মান অপমানকে জয় করিয়া জাতির অপমান দুর করুন। তাহা হইলে আল্লাহ-পাক আপনাদের প্রতি অত্যন্ত খুশী হইবেন।

আল্লাহপাক আপনাদেরকে শক্তি দিক, সাহস দিক এবং তাঁর মনোনীত ধর্ম ইসলামকে পূর্ণ মর্যাদা দানের ক্ষমতা অর্পণ করুক। আমীন।

ইতি—

বাংলাদেশ জিন্দাবাদ

মোহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস
তাং ২।২।৮৮

২/২/১৯৮৮